সরকারি অর্থব্যবস্থা
(Public Finance)

ইউনিট ১২

ভূমিকা

অর্থনীতির যে অংশ সরকার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদি নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। অধ্যাপক টেইলর -এর মতে, "সরকারের অধীনে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা বলে।" ডালটনের মতে, "সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয় ও ব্যয় এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্পর্কে আলোচনা করে।" অর্থনীতিবিদ মাসগ্রেভ এর মতে "যে সমস্ত জটিল সমস্যা সরকারের আয়-ব্যয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্তা বলে।" রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রীয় আয় হ্রাস পেলে জনগণের আয় হ্রাস এবং রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি পেলে জনগণের আয়ও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণে সরকারি আয়-ব্যয়ের প্রভাব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১২.১ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

পাঠ ১২.২ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় এর উৎসসমূহ

পাঠ ১২.৩ বাজেট

পাঠ ১২.৪ বাংলাদেশের সরকারের বাজেট

পাঠ ১২.১ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ (Source of Revenue of Bangladesh Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- সরকারি আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সরকারি অর্থব্যবস্থা

অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ সরকারি অর্থব্যবস্থায় অর্থনীতির এমনকিছু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেখানে সরকার জড়িত থাকে। একটি দেশের জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকার কোন খাতে, কিভাবে, কোন নীতি অনুসরণ করে ব্যয় করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য যে সমস্ত উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে তাকে সরকারের আয়ের উৎস বলে। যে সমস্ত বিভিন্ন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারে মোট প্রাপ্তি সংগৃহীত হয় তা দু'ভাগে বিভক্ত, যথা- (ক) কর রাজস্ব এবং (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব।

(ক) **কর রাজস্বঃ** কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রতিদানের আশা না করে দেশের জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। কর আরোপ করে সরকার যে রাজস্ব আদায় করে তাকে কর রাজস্ব বলে। কর বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। সরকারে রাজস্ব আয়ের শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ কর রাজস্ব থেকে অর্জিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের কর রাজস্বের উৎসগুলো নিম্নরূপঃ

১। **আয় ও মুনাফা করঃ** আয়কর ও মুনাফা হল প্রত্যক্ষ কর। ব্যক্তির আয়ের উপর আয়কর ও কোম্পানীর মুনাফার উপর মুনাফা কর আরোপ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এখাতে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮২৯৫৪ কোটি টাকা।

২। **আমদানি শুল্কঃ** আমদানির উপর আরোপিত করকে আমদানি শুল্ক বলে। এটি একটি পরোক্ষ কর। ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এ খাতে ১৩৬৪০ কোটি টাকা আয় করা হয়েছে।

৩। **মুল্য সংযোজন করঃ** কাঁচামালের মুল্য ও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের উপর এই কর ধার্য করা হয়। এটি এক ধরনের পরোক্ষ কর। ২০১৪-২০১৫ সালে এনবিআর এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে ৭২৭৬৪ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৩৮.৭৯ শতাংশ।

৪। **আবগারি শুল্কঃ** দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করা হয়। ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এখাতে ৮৩৭.৯৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

৫। **সম্পূরক শুল্কঃ** আমদানি শুল্ক, আবগারি কর ও মুল্য সংযোজন কর আরোপ করার পরও যে অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয় তাকে সম্পুরক শুল্ক বলে। ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এখাতে ১৭,৯৯২ কোটি টাকা আয় করা হয়েছে।

৬। **যানবাহন করঃ** বিভিন্ন যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশনের উপর আরোপিত করকে যানবাহন কর বলে।

৭। **ভূমি রাজস্বঃ** ভূমি কর একটি প্রত্যক্ষ কর। ভূমির মালিক জমি ভোগ দখল করার জন্য সরকারকে এই কর প্রদান করে।

৮। **নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয়ঃ** বিভিন্ন দলিল পত্র ও মামলায় ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্পে ক্রয়ের মাধ্যমে কর দিতে হয়।

৯। **অন্যান্য কর ও শুল্ক:** বিদ্যুৎসহ অন্যান্য খাত হতে আয়কৃত শুল্কের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫৯২৩ কোটি টাকা। যা মোট রাজস্বের ২.৪৪%

(খ) **কর-বহির্ভুত রাজস্ব:** ২০১৪-২০১৫ সালে সরকার কর ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে ২৭৬৬২ কোটি টাকা রাজস্ব উপার্জন করে। যা মোট রাজস্বের ১.৮৩ শতাংশ। এগুলোকে কর বহির্ভুত রাজস্ব বলে। কর বহিভুত রাজস্বের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **লভ্যাংশ ও মুনাফা:** রাষ্টায়ত্ত খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা এ খাতের অন্তর্ভুক্ত ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এখাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৬০৮৬ কোটি টাকা।

২। **সুদ:** ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে সরকারি ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ বাবদ ১০৩০ কোটি টাকা আয় করা হয়েছে।

৩। **প্রশাসনিক রাজস্ব:** প্রশাসন কার্য পরিচালনার উপজাত হিসেবে সরকারের কিছু রাজস্ব প্রাপ্তি ঘটে। এর মধ্যে প্রশাসনিক ফি, জরিমানা, দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি প্রধান। এ ধরনের রাজস্বকে প্রশাসনিক রাজস্ব বলে। ২০১৪-২০১৫ সালে এখাতে আয় হয় ৪৫০১ কোটি টাকা।

৪। **রেলওয়ে:** ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এ খাতে ১১০০ কোটি টাকা আয় করা হয়েছে।

৫। **ডাক বিভাগ:** ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এ খাতে ২৯৪ কোটি টাকা আয় ধরা হয়।

৬। **সেবা বাবদ প্রাপ্তি:** ২০১৪-২০১৫ সালের বাজেটে এ খাতে আয় করা হয়েছে ১৫৩৮ কোটি টাকা।

১। অভ্যন্তরীণ ঋণ: সরকার দেশের অভ্যন্তরে টি.এন্ড.টি বন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ও বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

২। বৈদেশিক ঋণ: বিদেশি দাতা সংস্থা ও বিদেশি সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
কর রাজস্বকে কিভাবে ন্যায় ভিত্তিক হাতিয়ারে পরিণত করা যায়?	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য যে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাকে সরকারের মোট প্রাপ্তি বলে। মোট প্রাপ্তি দুই প্রকারের। যথাঃ ক) কর রাজস্ব প্রাপ্তি এবং খ) কর রাজস্ব বহির্ভুত প্রাপ্তি। রাজস্ব প্রাপ্তিকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) কর রাজস্ব ও খ) কর বর্হিভুত রাজস্ব।
- বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি ব্যতিত অন্যান্য যে সমস্ত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাদেরকে রাজস্ব বর্হিভুত প্রাপ্তি বলা হয়। যথা- অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সরকারের রাজস্ব আয়ের শতকরা কতভাগ কর রাজস্ব থেকে অর্জিত হয়?

ক. ৬২ ভাগ খ. ৭২ ভাগ গ. ৮২ ভাগ ঘ. ৯২ ভাগ

২। বাংলাদেশের কর রাজস্বের উৎসগুলো হচ্ছে–

i আয় ও মুনাফা কর ii আমদানি শুল্ক iii ভূমি রাজস্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

হাসিনা একটি বুটিক হাউজ থেকে পোশাক কেনার সময় খেয়াল করলেন যে, পোশাকের গায়ে যে দাম লিখা আছে তারচেয়েও বেশি দাম দিতে হচ্ছে।

৩। হাসিনা কে বেশি দাম দিতে হচ্ছে তার কারণ কি?

ক. মূল্য সংযোজন কর খ. আয়কর গ. মুনাফা কর ঘ. মাদক কর

৪। পোশাকটির ক্ষেত্রে আরও যে যে সময়ে মূল্য সংযোজন কর দিতে হয়েছে তা হচ্ছে–

i. কাঁচামাল থাকা অবস্থায়

ii. চূড়ান্ত পণ্য অবস্থায়

iii. মাধ্যমিক পণ্য অবস্থায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১২.২ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ (Heads of Expenditure of Bangladesh Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (ক) রাজস্ব ব্যয় ও (খ) উন্নয়ন ব্যয়। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলোর বিবরণ দেয়া হল:

ক. রাজস্ব ব্যয়: সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হয় তা রাজস্ব ব্যয়। এ ছাড়াও অপ্রত্যাশিত ব্যয়, বিভিন্ন প্রনোদনামুলক কার্যক্রম বাবদ ব্যয়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি এ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো নিম্নরূপ:

১. **জনপ্রশাসন:** জনপ্রশাসন খাতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও বিভাগের চলতি ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভূক্ত। ২০১৬-২০১৭ সনের বাজেটে এ খাতে ২১৩২২ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে যা বাজেটের ৭.২%।

২. **স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন:** স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হলো ২১.৩২ কোটি টাকা। যা বাজেটের ৬.৮%।

৩. **প্রতিরক্ষা:** বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। ২০১৫-২০১৬ সনের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ২২.১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৮.৩৭৭ কোটি টাকা যা বাজেটের ৫.৮ শতাংশ।

৪. **জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা:** আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুপ্রীমকোর্ট ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চলতি ব্যয় এই খাতের অন্তর্ভূক্ত। ২০১৫-২০১৬ সনের বাজেটে এ খাতে ২১.৮৫২ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। গত ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেটে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩.৬৩০ যা বাজেটের ৫.৬%।

৫. **শিক্ষা ও প্রযুক্তি:** শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-২০১৭ সনের বাজেটে এ খাতের জন্য ৫১০৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেটে এ খাতের জন্য ৩১.৭৫৪ টাকা রাখা হয়েছিল যা বাজেটের ১৪.৭%।

৬. **স্বাস্থ্য:** বাংলাদেশ সরকারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলতি ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-২০১৭ সনের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হল ১৭.৪৮৭ কোটি টাকা। গত ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২,৬৯০ কোটি টাকা।

৭. **সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ:** খাদ্য বাজেট ব্যতীত খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-২০১৭ সনের বাজেটে এ খাতে ২১.৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩৬৩০ কোটি টাকা।

৮. **গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিভাগ:** স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়ের খরচ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৯. **বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম:** তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

১০. **কৃষিঃ** কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভুমি মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-২০১৭ সনের বাজেটে এ খাতে ১৩৬৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২,৬৯৯ কোটি টাকা, যা বাজেটের ৩.৮%।

১১. **জ্বালানী ও বিদ্যুৎঃ** বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যয় এ খাতে ধরা হয়।

১২. **শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিসঃ** শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের চলতি ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. **পরিবহন ও যোগাযোগঃ** যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সকল নির্বাহী ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. **সুদঃ** সরকার কর্তৃক গৃহীত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের উপর দেয় সুদ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) উন্নয়ন ব্যয়

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের উন্নয়নমূলক ব্যয়সমূহ এ খাতের অন্তর্ভূক্ত। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ব্যয় এ খাতেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচির জন্য ১ লাখ ১৭ হাজার ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ কম, আবার ব্যয়ের পরিমাণ সংকুচিত করার জন্যও তেমন কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে রাজস্ব বাজেটে প্রত্যাশিত পরিমাণে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। এ কারণে সরকারকে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ কতটুকু যথাযথ?	

সারসংক্ষেপ

- বর্তমানে রাষ্ট্রীয় জীবনে সরকারি কার্যকলাপ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জনসাধারনের কর্মসংস্থান, আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এ সমস্ত কার্য পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সরকার দেশের জাতীয় আয়ের যে অংশ খরচ করে তাই সরকারি ব্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জন প্রশাসন খাতে বাজেটের কত অংশ ব্যয় হয়?

ক. ৬.২% খ. ৭.২% গ. ৮.২% ঘ. ৯.২%

২। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বাজেটের কত অংশ ব্যয় হয়?

ক. ১২.৭% খ. ১৩.৭% গ. ১৪.৭% ঘ. ১৫.৭%

৩। বাংলাদেশ সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে–

i. প্রশাসন পরিচালনার জন্য

ii. বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার জন্য

iii. জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১২.৩ বাজেট ও বাজেটের প্রকারভেদ (Budget and Classification of Budget)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাজেটের বিভিন্ন প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাজেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাজেট

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবের বিবরণীকে বাজেট বলে। প্রত্যেক আর্থিক বছরে শুরুতে সরকার বিভিন্ন খাতে যে পরিমান অর্থ ব্যয় করবে এবং কোন কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সে ব্যয় নির্বাহ করবে তার একটি বিবরণী তৈরি করে। এ বিবরণীতে একদিকে আয়ের হিসাব এবং অন্যদিকে ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়। এ বিবরণী হল বাজেট।

উল্লেখ্য, বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব থাকে না; বরং সরকারি আয় ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কিভাবে ঘাটতি পূরণ হবে, ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কি করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে।

বাজেটের প্রকারভেদ

বাজেটকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, সুষম বাজেট বা সমতাপ্রাপ্ত বাজেট এবং অসম বাজেট বা সমতাহীন বাজেট। আয় ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটের দু'টি অংশ থাকে। যা রাজস্ব বাজেট ও মূলধন বাজেট।

১.সুষম বাজেট: যে বাজেটে আয় ও ব্যয়ের পরিমান সমান থাকে তাকে সুষম বাজেট বলে।

২.অসম বাজেট: যে বাজেটে আয় ও ব্যয় সমান থাকে না তাকে অসম বাজেট বলে। অসম বাজেট আবার দুই প্রকার; যথা, উদ্বৃত্ত বাজেট এবং ঘাটতি বাজেট।

ক. উদ্বৃত্ত বাজেট: যে বাজেটে ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশি ধরা হয় তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলা হয়।

খ. ঘাটতি বাজেট: যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধরা হয় তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

১.রাজস্ব বাজেট: দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে যে বাজেট গৃহীত হয় তাকে রাজস্ব বাজেট বলে। এ বাজেটে কেবল সরকারের রাজস্ব আয় এবং প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো হয়। এ বাজেটে দুটি অংশ থাকে- আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত। আয়ের অংশে সরকারের সম্ভাব্য মোট আয় উল্লেখ করা হয় এবং কোন কোন উৎস থেকে এ আয় আসবে তাও বর্ণনা করা হয়। একইভাবে, ব্যয়ের খাতে সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে তার উল্লেখ থাকে। রাজস্ব বাজেটের অর্থ সাধারণত প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, বেসরকারি প্রশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয়।

২. মূলধন বাজেট: দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে যে বাজেট করা হয় তাকে মূলধনী বাজেট বলে। এ বাজেটে সরকার কর্তৃক গৃহিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচির জন্য আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়। যেমন, এক বছরে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের জন্যে যে ব্যয় হবে তা এ বাজেটে দেখানো হয়। পাশাপাশি এ ব্যয় নির্বাহের জন্যে কোন কোন উৎস থেকে আয় সংগৃহিত হবে তাও এ বাজেটে উল্লেখ করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মূলধন বাজেটে দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়। এ বাজেটের আয় প্রধানত রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে সংগৃহিত হয়ে থাকে।

বাজেটের গুরুত্ব

বাজেট হল উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের দলিল বিশ্বের সব দেশেই বাজেট গ্রহন করে। নিম্নে বাজেটের কিছু গুরুত্ব তুলে ধরা হল:

প্রথমতঃ বাজেট হল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার। পরিকল্পনায় উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা হয় বাজেটের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ বাজেট সরকারকে কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমতা সাধনে বা সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ বাজেট বিশে- ষণ থেকে সরকারের আয় কোন খাতে বাড়ছে এবং কোন খাতে কমছে তার হিসাব জানা যায়।

চতুর্থতঃ বাজেট বিশে- ষণে সরকারি ব্যয়ের ধরণ জানা যায়। সরকার কোন খাতে বেশি ব্যয় করে এবং তার গুরুত্ব কেমন তা জানা যায়।

পঞ্চমতঃ বাজেটের মাধ্যমে সরকার দেশের রাস্তা ঘাট উন্নয়নসহ সকল ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে থাকে।

ষষ্ঠতঃ বাজেট বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার। এ দেশের ৪০.৯% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বাংলাদেশেকে বিভিন্ন ধরণের সাহায্য প্রদান করে। তবে তাদের শর্ত হল প্রতিটি সাহায্য কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করবে তার জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র প্রণয়ন করা। তাই বাজেটে যে সাহায্য আসে তা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সহায়ক।

সপ্তমতঃ বাজেট বিশ্লেষণ থেকে একটি দেশের অর্থ সংস্থানের ভিত্তি জানা যায়। যেমন, বাংলাদেশের বাজেটের অর্থ সংস্থানের কিছু ভিত্তি হল বিদেশি অনুদান, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, ব্যাংক বহির্ভুত (জনগণ ও ব্যাংকের কাছে বন্ড বিক্রি করে) খাত থেকে অর্থ সংস্থান করা।

অষ্টমতঃ বাজেট পাঠ করে একজন ব্যক্তি সে বাজেটের বিভিন্ন দিক জানতে পাবে। জনগনের ভাগ্যের প্রতিফলন ঘটল কি না? উন্নয়নে সহায়ক হল কি না? জনগনের কষ্ট বাড়বে কি না? কী করলে আরো ভাল হতো? আরো কি করা উচিত? এ বিষয়গুলো এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে তার মত প্রকাশ করতে পারে।

বাজেট ভাগ্য পরিবর্তনকারী একটি জাতির কর্মসূচি। এটি আগামী অর্থ বছরের অর্থনীতির জন্য পরিকল্পনা আকারে প্রকাশিত একটি দলিল। একজন সচেতন নাগরিক বাজেটের ধারণা নিবে এবং বাজেট পাঠ করে সমালোচনা করবে। রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজের মেধা দ্বারা সর্বাধিক সহায়তা করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাজেট ঘাটতির জন্য সুশাসন কিভাবে দায়ী ব্যাখ্যা করুন।	

সারসংক্ষেপ

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারনত একটি আর্থিক বছরে সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবের বিবরণীকে বাজেট বলে। আয় ব্যয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজেটের দুটো অংশ থাকে যা রাজস্ব বাজেট এবং মূলধনী বাজেট। এছাড়াও বাজেটকে সুষম ও অসম বাজেট হিসেবে বিভক্ত করা যায়। আবার অসম বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রাজস্ব বাজেটে দেখানো হয়-

i. সরকারের রাজস্ব আয়
ii. সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়
iii. উন্নয়নমূলক ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাইলে সেটি ব্যয় করা হবে-

i. রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে

ii. মূলধন বাজেটের মাধ্যমে

iii. উন্নয়ন খাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। নিচের কোন করটি বিক্রয় করের বিকল্প হিসেবে আরোপ করা হয়?

ক. আয়কর খ. প্রমোদ কর গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. আমদানী শুল্ক

পাঠ ১২.৪ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট (Budget of Bangladesh Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের সরকারের বাজেটের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের আকার বর্ণনা করতে পারবেন;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের ঘাটতি ও অর্থায়ন ছক আকারে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের খাত ভিত্তিক বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও ইহার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;

মূলপাঠ

বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের উদ্দেশ্য

একটি দেশের অর্থনীতিতে বাজেটর গুরুত্ব অপরিসীম। সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা বাজেটের অন্যতম লক্ষ্য। সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গচ্ছিত না হয় সে জন্যে দেশের অধিকাংশ জনগনের সর্বাধিক কল্যাণের দিতে লক্ষ্য রেখে বাজেটের কার্যক্রম গৃহিত হয়।

২০১৬ - ১৭ অর্থ বছরের বাজেটের আকার

সীমিত সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। এ বাজেটের আকার হচ্ছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬ শত ৫ কোটি টাকা। প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে স্লোগান ধরণ করে বিশাল আকারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এ বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ২,৪২,৭৫৩ কোটি টাকা এবং বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৯৭,৮৫৩ কোটি টাকা। উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৭ টাকা; তন্মেধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ধার্য্য করা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯ শত ৬৬ টাকা।

২০১৬-১৭ সালের জাতীয় বাজেটের বৈশিষ্ট্য

জাতীয় অর্থনীতিতে বাজেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানকালে বাজেট কেবল সরকারের আয়-ব্যয়ের একটি নিছক হিসাবই নয়; বরং এটা হচেছ সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত একটি মাষ্টার প্ল্যান। প্রথাগত দিক থেকে যদিও বাজেটে সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব একটি বিশেষ অর্থ বছরের সীমাবদ্ধ থাকে তবুও প্রতিটি বাজেটেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতা, বর্তমানে বাধ্যবাধকতা ও অগ্রাধিকার এবং আগামী দিনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়। বর্তমানকালে জাতীয় বাজেট সরকারের রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়।

বাজেটের আকার পরিবর্তনের ধরণ

বাংলাদেশের বাজেটের আয়তন বিগত ০৭ বছর ধরে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১-১২ সালে প্রকৃত রাজস্ব আয় ছিল ১,১৪৬৭৫ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ সালে তা ৫৪.৬৯% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৭৭,৪০০ কোটি টাকা (সংশোধিত বাজেট)। কিন্তু ২০১৫-১৬ তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে তা ৩৬.৮৩% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৪২,৭৫২ কোটি টাকায়। মোট ব্যয় ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে বাজেট বৃদ্ধি পাবে ২৮.৭৪ শতাংশ। ২০১১-১২ সাল থেকে ২০১৫-১৬ সালে এনবিআর করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৩.৭৬ শতাংশ এবং এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব পরিমাণ

বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬.৯৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে প্রস্তাবিত বাজেটে এনবিআর করের পরিমাণ বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৫.৪৩ শতাংশ এবং এনবিআর বহির্ভূত করের রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ৪১.১১ শতাংশ।

(ক) ২০১৬-১৭ বাজেটের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২,৪২,৭৫২ কোটি টাকা যা জিডিপির ১২.৪ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আসবে ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। মোট বাজেটের ৭১.৩ শতাংশ অর্থই আসবে জনগণ থেকে এবং বাদ বাকী আসবে ঋণ থেকে।

সারণি ১২.৪.১: খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়ের উৎস-২০১৬-১৭(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ	মোট রাজস্বের শতকরা
০১।	আয়কর ও মুনাফা	৭১৯৪০	২৯.৬৩
০২।	মূল্য সংযোজন কর	৭২৭৬৪	২৯.৯৭
০৩।	সম্পূরক শুল্ক	৩০,০৭৫	১২.৩৯
০৪।	আমদানী শুল্ক	২২৪৫০	৯.২৬
০৫	এনবিআরের অন্যান্য আদায়	৫৯২৩	২.৪৪
০৬	এনবিআরের বাহিরের কর	৭২৫০	২.৯৮
০৭	কর ব্যতীত রাজস্ব	৩২৩৫০	১৩.৩৩
	সর্বমোট আয় =	২,৪২,৭৫২	১০০

*এন বি আর- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২০১৬-১৭ বাজেটে ভ্যাটের আওতা অনেক সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ভ্যাট যেহেতু একটি পরোক্ষ কর কাজেই সাধারণ জনগণকেই এ কর ভার বহন করতে হয়। বাজেটে ভ্যাটের অংশ ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ৭২,৭৬৪ কোটি টাকা। **সরকারি ব্যয়:** ২০১৬-১৭ বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা যা ২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৭,৬৪০ কোটি টাকা বেশী। অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৩৮,৫৮৭ কোটি টাকা বেশী। সরকারী কর্মচারীদের নানা রকম ভাতা বৃদ্ধির ফলে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঘ) **বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন**

বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৯৭ হাজার ৮ শত ৫৩ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতির অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে ৩৬ হাজার ৩ শত ৫ কোটি টাকা (৩৭.১০ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬১ হাজার ৫ শত ৪৮ কোটি টাকা (৬২.৯০ শতাংশ) সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৩৮,৯৩৮ কোটি টাকা যা প্রায় ৪০ শতাংশ।

সারণি ১২.৪.২: ২০১৬-১৭ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	খাত	পরিমান	শতকরা
০১।	সঞ্চয়পত্র	১৯৬১০	২০.০৪
০২।	অনুদান	৫৫১৬	৫.৬৩
০৩।	বৈদেশিক ঋণ	৩০৭৮৯	৩১.৪৬
০৪।	ব্যাংক ঋণ	৩৮৯৩৮	৩৯.৭৯
০৫।	অন্যান্য উৎস	৩০০০	৩.০৬
	সর্বমোট =	৯৭,৮৫৩	৩.০৬

ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সংকোচিত হয়। সঞ্চয়পত্র বিক্রি করার অর্থের পরিমাণ ১৯ হাজার ৬ শত ১০ কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্রের বিক্রির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ সরকারের উপর অতিরিক্ত সুদের বোঝা সৃষ্টি করে। কারণ সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ব্যাংকের সুদরে হার অপেক্ষা অনেক বেশী। সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের জন্য অনেক বেশী হারে সুদ দেয়া হয়। এ খাত থেকেও সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

খাতভিত্তিক বাজেট বিভাজন তুলনামূলক চিত্র

সারণি ১২.৪.৩: খাত ভিত্তিক বাজেট বিভাজন (কোটি টাকায়)

ক্রমিক	খাত	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	পার্থক্য/বাড়তি	শতকরা বৃদ্ধি
০১।	শিক্ষা	৩১,২০৪	৪৯,০০৯	১৭,৪০৭	৫৫.৭৮
০২।	খাদ্য	১৬৭১	২,৪৪২	৭৭১	৪৬.১৪
০৩।	সুদ পরিশোধ	৩৫,১০৯	৩৯,৯৫১	৪,৮৪২	১৩.৭৯
০৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৬,২৩৯	৩৪,৪৫২	৪,৮২৩	১৮.২৩
০৫।	স্থানীয় সরকার	১৮,৮৬৮	২১,৩২২	২,৪৫৪	১৩.০০
০৬।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৭,৪৪০	৮,০০৫	৫৬৫	৭.৫৯
০৭।	জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১৩,৬৩০	২১,৮৫২	৮২২২	৬০.৩২
০৮।	ভর্তুকি ও দায়	৬,৫০৯	৭,৫০৯	৯৭০	১৪.৯০
০৯।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১২,৬৯৫	১৭,৪৮৭	৪৭৯২	৩৭.৭৫
১০।	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	১৮,৫৪১	১৫,০৩৬	- ৩৫০৫	-১৮.৯০
১১।	কৃষি	১২,৬৯৯	১৩,৬৭৫	৯৭৬	৭.৬৮
১২।	পানি সম্পদ	৩,৮৮৬	৪৭১৩	৮২৭	২১.২৮
১৩।	প্রতিরক্ষা	১৮,৩৭৭	২২,১১৫	৩৭৩৮	২০.৩৪
১৪।	প্রযুক্তি	১,৫৫০	২,০৭০	৫২০	৩৩.৫৫

উৎস : বাজেট বক্তৃতা ২০১৬-২০১৭

সারণি ১২.৪.৩ থেকে দেখা যায় যে, বাজেটে রাজস্ব ব্যয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে এবং তার পরে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষা খাতে। কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশী করতে হয়েছে। অতঃপর খাদ্য নিরাপত্তা খাতে ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষিখাতে বরাদ্দ খুবই কম বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগ খাতে বৃদ্ধির হারও কম। সুদ খাতে বরাদ্দের হার অনেক বেশি, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে হ্রাস পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশ সরকারের বাজেট লক্ষ্যে পৌছাতে হলে কি করা প্রয়োজন?

সারসংক্ষেপ

- সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর করা, আয় ও সম্পদের সুষ্ঠ বন্টন নিশ্চিত করা বাজেটের অন্যতম লক্ষ্য। বাজেটে রাজস্ব ব্যয় সবচেয়ে বেশী বেড়েছে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে এবং তার পরে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষাখাতে। কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির কারণে মূলত: এ খাতে বরাদ্দ বেশী করতে হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোনটি পরোক্ষ কর?

ক. ভূমি রাজস্ব খ. আয়কর গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. রেজিস্ট্রেশন ফি

২। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কি?

ক. আয়কর খ. আবগারি শুল্ক গ. বাণিজ্য শুল্ক ঘ. ভূমি রাজস্ব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের ছকটি দেখুন এবং প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবিত নমুনা বাজেট কাঠামো নিম্নরূপ

খাত	কোটি টাকায়	জিডিপির শতকরা হার
রাজস্ব আয়	১,১৮,৩৮৫	১৩.২
কর রাজস্ব	৯৫,৭৮৫	১০.৬
কর রাজস্ব	২২,৬০০	১৮.২
সরকারি ব্যয়	১,৬৩,৫৮৭	১৩.১
অনুন্নয়ন ব্যয়	১,১৭,৫৮৯	৫.১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৬,০০০	৫.১

ক. রাজস্ব বাজেট কি?

খ. মুল্য সংযোজন কর কি ধরণের করুন?

গ. বাজেটের ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক এ বাজেটের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

ঘ. এ ধরণের বাজেট কি সর্বদা দূর্বলতার লক্ষণ? যুক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

২। দেশের অর্থনীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই সরকারি অর্থ ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ক. জাতীয় সঞ্চয় কি?

খ. প্রখ্যাত দু'জন অর্থনীতিবিদদের সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিন।

গ. রাজস্ব বর্হিভুত প্রাপ্তির কেন প্রয়োজন হয়?

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থার কোন সীমাবদ্ধতা আছে কি? থাকলে তার সমাধান উল্লেখ করুন।

৩। সরকার কক্সবাজার সদর থানায় নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন করে সে গুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সুদক্ষ লোকবল নিয়োগ করেন। এতে অল্প দিনে কক্সবাজার সদর থানা একটি আদর্শ থানায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেক পাশ্ববর্তী থানা এখনও আগের মত পিছিয়ে আছে।

ক. বাজেট কী?

খ. বাংলাদেশ সরকারে আয়ের চারটি প্রধান উৎস উল্লেখ করুন।

গ. উদ্দীপকের উন্নয়নমূলক কাজ কোন বাজেটের অর্ন্তগত ? তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. কক্সবাজার সদর থানার তুলনায় অন্যান্য থানা পিছিয়ে পড়ার কারণ– বিশ্লেষণ করুন।

৪। কোন অর্থ বছরে বাংলাদেশে সরকারের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সরকারি আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল-

আয়ের খাতসমূহ:

এন.বি.আর কর রাজস্ব = ৯০,৮৭০ কোটি টাকা

এন.বি.আর বর্হিভুত কর রাজস্ব = ২,৯১৫ " "

কর বর্হিভুত রাজস্ব = ২০,৬০০ " "

মোট আয় = ১,১৪,৩৮৫ " "

মোট ব্যয় = ১,৭৩,৭৮৫ কোটি টাকা

ক. বাজেট কী?

খ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান ২টি খাত বর্ণনা করুন।

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. সারণিতে প্রদর্শিত সরকারি আয়-ব্যয়ের ব্যবধান কিভাবে পূরণ করা যায়? বিশ্লেষণ করুন।

৫। প্রফেসর এম. রহমান দেশের একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। তিনি সম্প্রতি সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর একটি গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন। গবেষণার জন্য তিনি সরকারের বিভিন্ন আয়ের ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে দেখেন আমাদের দেশে ব্যয়ের ও আয়ের খাত বেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং এ বিষয়ে তিনি কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দেন।

ক. সরকারের আয় ও ব্যয় কী?
খ. সরকারী আয় ও ব্যয়ের পার্থক্যের কারণগুলো কি?
গ. প্রফেসর রহমান অনুসন্ধান শেষে সরকারী আয় ব্যয়ের কি কি ধরণের ত্রুটি পান?
ঘ. প্রফেসর রহমান কি কি ধরনের সুপারিশ করতে পারেন? তার সাথে আপনি কতটুকু একমত পোষন করেন?

৬। নিচের সরকারি বাজেটে আয়ের সম্ভাব্য নমুনা দেওয়া হল।

আয়ের খাত	**কোটি টাকা/ধার্যকৃত**
বাণিজ্য শুল্ক	২০,০০০
মুল্য সংযোজন কর	১৫,০০০
আবগারী শুল্ক	১০,০০০
সম্পদ (ব্যাংক, বীমা)	২,০০০
ভূমি রাজস্ব	৪,০০০
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৩৮,০০০
আয়কর	৮,০০০
অন্যান্য	৩,০০০
মোট =	**১,০০,০০০**

ক. রাজস্ব বাজেট কী?
খ. উল্লিখিত বাজেটে সরকারের আয়ের প্রধান খাতটির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
গ. প্রদর্শিত বাজেটে সরকারের আয়ের প্রধান দুটি খাতের তুলনামুলক আলোচনা করুন।
ঘ. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের পরিধি কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করুন।

৭। মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেশের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের খাতগুলোর উপস্থাপন করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে ১০ লক্ষ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেটসহ সুশাসন, কৃষি ভর্তুকি দ্বিগুন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আন্ত:নির্ভরশীলতার গুরুত্ব দিয়ে এ বাজেট পেশ করা হয়।

ক. মূলধনী বাজেট কী?
খ. অসম বাজেট কেন হয় ব্যাখ্যা করুন।
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ভর্তুকির ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুশাসন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৮। সেলিনা একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কিছু জিনিস কিনলো। টাকা দেওয়ার সময় তাকে উক্ত পণ্যের দাম ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু টাকা দিতে হলো। কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, এটি একটি কর যা পণ্য বিক্রির প্রতিটি স্তরে ক্রেতাকে দিতে হয়।

ক. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম খাত কোনটি?
খ. মূলধনী বাজেট কাকে বলে? বর্ণনা করুন।
গ. আপনি কোন ধরণের কর দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেন।
ঘ. আপনার দেওয়া করের সাথে আয়করের গুরত্ব পর্যালোচনা করুন।

৯। তৌহিদ ভারতে থাকে। একদিন ক্লাসে তাদের ম্যাডাম বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের বুঝিয়ে বলেন এবং নিজেদের দেশ সম্পর্কে বলেন– আমাদের দেশের অর্থনীতি উন্নত নয়, আবার অনুন্নতও নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়ায় এরূপ অর্থনীতি বিদ্যমান।

ক. উন্নয়নশীল দেশ কী?

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়?

গ. অর্থনৈতিক দিক থেকে তৌহিদ কোন ধরনের নাগরিক ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত বাংলাদেশকে কী ধরনের দেশ বলা সমীচীন? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করুন।

১০। প্রাপ্তি ও দীপ্তি ১০ শ্রেণির শিক্ষার্থী। প্রাপ্তির বাবা বিদেশি গাড়ি আমদানিকারক। প্রাপ্তির বাবা এই বছর সর্বোচ্চ করদাতার পুরস্কার পেয়েছেন। দীপ্তির বাবা একটি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত। দীপ্তির বাবাও প্রতি বছর সরকারকে কর প্রদান করেন।

ক. কোন কাজে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়?

খ. VAT কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. দীপ্তির বাবা সরকারকে কোন ধরনের ট্যাক্স দেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. প্রাপ্তির বাবা সরকারকে যে ট্যাক্স দেন তা সরকারের আয়ের প্রধান উৎস- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১২.১:	১। গ	২। ঘ	৩। ক	৪। ঘ
পাঠ ১২.২:	১। খ	২। গ	৩। খ	
পাঠ ১২.৩:	১। ক	২। গ		
পাঠ ১২.৪:	১। গ	২। ক		